ভবেশচন্দ্র সান্যাল

চিত্তরঞ্জন পাকড়াশী

ভবেশচন্দ্র সান্যালের বাসস্থানটি দিল্লীর সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একটু নিরিবিলি পরিবেশে। বাড়ির বাইরের ফাঁকা জমিটুকু দখল করে আছে বাহিরি কিছু গাছের আচ্ছাদন। বাড়ির বাইরে থেকেই নজর পড়ে নীল গম্বুজের নীল অংশটুকু, পাঠান স্মৃতিসৌধের অবশেষ। ধারে কাছে হুমায়ুনের সমাধি, যার আদল অনেকটা তাজমহলের মতো। মধ্যে নববইয়ের চিত্রশিল্পী ভাবেশচন্দ্র তখনও কর্মঠ, প্রাণবন্ত -- নানা শিল্প অনুষ্ঠানে তাঁর আনাগোনা। তাঁর আনন্দ - উজ্জ্বল মুখখানি বলতে দিত, মনের নিভৃতে এই বয়সেও চলছে সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কত যোগ-বিয়োগের খেলা। পরম শিল্পী পরমের চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর নিপূণ হাতে সৃষ্টি, নানা শিল্প রহস্য। তাকে বোধগম্য করে চিত্রায়িত করতে হবে ক্যানভাসের পটে, নান্দনিক মাত্রা করে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। তাই তার অনুশীলন এবং সাধন জীবনব্যাপী। মহেঞ্জোদরোর যুগ থেকেই চলেছে মানুষের এই শিল্প আরাধনা। কতরূপে কতভাবে তার শিল্প চিন্তন । ভবেশচন্দ্র সান্যাল ছিলেন আজীবন চিত্রশিল্পের একনিষ্ঠসাধক এবং উন্নতিকামী।

কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম তাঁর নিজামুদ্দীনের বাড়িতে, সঙ্গে ছিলেন অন্য এক বর্ষীয়ান শিল্পী, বিমল দাশগুপ্ত, যিনি মূর্ত, বিমূর্ত সবরকম চিত্ররীতির যাদুকর। সাহাস্য মুখে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে ভবেশসান্যাল আমাদের ওঁরবাড়ির দোতালায়ে নিয়ে গেলেন। ওটা ওঁর স্টুডিও। সম্প্রতি আঁকা বেশ কিছু ছবি ঘরের চার দেয়ালে যত্ন করে টাঙানো। একটি অসমাপ্ত ছবি ইজেলে। তখনই তাঁর বয়েস নব্বই - উত্তীর্ণ। কিন্তু কি সজা তাঁর দৃষ্টি, সতর্ক চাহুনী। শিল্পরস নিংড়ে বের করে আনার ক্ষমতা তাবৎ বস্তু থেকে আমাদের এক একটি করে দেখাচ্ছিলেন ক্যানভাসের পটে আবদ্ধ তাঁর শিল্পসৃষ্টি। মাঝে মাঝেই চটুল কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরসের ফোড়ন। বিমল দাশগুপ্তও কম যান না - যাকেবলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এই মুহূর্তগুলো জীবনের বিরল প্রাপ্তি। দৈবাৎ ঘটে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরনের চাকলা ও ঘরানার উন্মেষ ঘটেছিল। অজন্তা - ইলোরা ছাড়াও রাজপুত, মুঘর, বাশোলী, কাংড়া, যোধপুর, কিষণগড়, গারোয়ালী, চম্বা, কাশ্মিরী ইত্যাদি ঘরানার চিত্র নিদর্শন যুগে হুমায়ুনের সময়ে পারস্য থেকে দুজন জগৎবিখ্যাত চিত্রকার আবদুল সামাদ এবং মীল সৈয়দ আলী এদেশেএসে চিত্রকলার যুগান্তর ঘটান। ভারতীয় চিত্রকলা রাজ অনুকল্যে এই দুই বিদেশী শিল্পী এবং সমসাময়িক ভারতীয়শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে চলল। আমরা পেলাম জগৎবিখ্যাত তাজমহল এবং আরও অনেক কালজয়ী সৃষ্টি।

পরবর্তীকালে ইংরেজ প্রবর্তিত আর্ট স্কুলগুলোর মাধ্যমে শিল্প শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে নানা ক্ষেত্রে কিছু দক্ষ কারিগর তৈরী করা. পাঠ্যক্রমও সেভাবেই তৈরী হত। শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকিরণের অছিলায় প্রাচীন ভাবধারার ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটল বিলেতী পাঠ্যক্র-মের অনুকরণে ভারতীয় শিল্পীদের শিক্ষাদানেরফলে যেসব শিল্পী কলকাতা মুম্বাই এবং মাদ্রাস কলাবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শিল্পী না হয়ে অধিকাংশ চাকুরীজীবী হয়ে উঠলেন। এই দুখঃজনক পরিস্থিতিতে ভারতের শিল্পকলা উন্মেষের ক্ষেত্রে দুজন চিত্রশিল্পীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রখ্যাত ইংরেজ শিল্পী আরনেষ্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হল অবনীন্দ্রনাথ তখন ভারতীয় এবং নানা প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলার স্বরূপ উদ্‌ঘটনের জন্য নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান নিয়ে একটি ভারতীয় শিল্পরীতি প্রবর্তনে ব্যাপৃত। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে আকৃন্ট হয়ে ওঁকে সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জনানা। তখন থেকে আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্প শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়ে সর্বপ্রথম এদেশে ভারতীয় রীতিতে শিল্প শিক্ষণের সুব্যবস্থা হয়। হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্র শিল্পের নবজন্মদাতা রূপে স্বীকৃতি পান।

১৯০৭ সালে ভগিনী নিবেদিতা এবং অন্যান সুধী ব্যক্তিরা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শকে স্থায়ীরূপ দিতে এগিয়ে আসেন এবং 'Indian Society for Oriental Art' -এর স্থাপনা করেন। পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সারা ভারতে শিল্প শিক্ষকরূপে কাজ করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতির স্থায়ী রূপ দেন নন্দলাল বোস, ক্ষিতীন মজুমদার, অসিত হালদার, মুকুল দে, ভেঙ্কটাপ্পা, আবদুর রহমান চুগতাই, সুরেন্দ্রনাথ কর, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এঁদের নিয়েই 'বেঙ্গল স্কুলের' পরিচিত। এই বেঙ্গল স্কুলের অন্যতম উত্তরসূরী ছিলেন ভবেশ চন্দ্র - যিনি শতাব্দীকালের উপর জীবিত থেকে সুধু চিত্রকলায় নয়, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের আমূলপরিবর্তনের সহায়ক হয়ে পুরোধা হিসেবে বিবেচিত হলেন। সঙ্গত কারণেই শতাব্দ অতিক্রান্ত এই কর্মঠ শিল্পীকে ২২শে এপ্রিল, ২০০২ সালে তাঁর ১০১তম জন্মদিনে আইফ্যাক্স প্রবর্তিত 'কলা সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীকৃষ্ণকান্ত। শতায়ু অতিক্রান্ত একজন শিল্পীর স্বহস্তে এই সম্মান গ্রহণ নজিরবিহীন।

এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির জন্ম আসামের ডিব্রুগরে ১৯০২ সালের ২২শে এপ্রিল। চার ভাইয়ের মধ্যে সবকনিষ্ট ভবেশ পিতা চাচন্দ্রকে হারান মাত্র চার বছর বয়সে। পিতার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত খুল্লতাত হরিদাস সান্যালের তত্ত্বাবধানে ডিব্রুগড়েই ভবেশের প্রাথমিক শিক্ষা শু হল। হরিদাস সঙ্গীতে এবং অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন।

কাকার এ্যমেচার থিয়েটারে ভবেশ নানা রকম সেট তৈরী, মেক-আপ এবং নাট্যোপযোগী পোশাক - আসাক তৈরী করে হাত পাকাতে লাগলেন । মা সুবাসিনীদেবী ম াটি দিয়ে পুতুল তৈরীর কাজে বেশ পারদর্শিনী ছিলেন। মা এবং কাকার সৃজনধর্মী কাজ শিশু বয়েস থেকেই ভবেশের মনে গভীর ছাপ ফেলে। মার সঙ্গে থেকে শিশু বয়েস থেকেই ভাবেশ খেলার ছলে পুতুল ও নানা খেলনা গড়ে আনন্দ পেতেন। কাকার গান বাজনা ওর মধ্যে সঙ্গীতের বীজ বপন করেছিল, যার জন্য পরবর্তী জীবনে দেখা যেত, ভবশ সান্যাল সেতার বা এসরাজের অনুশীলনে ব্যস্ত। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ভবেশ শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হলেন। শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরীতে কেরী সাহেবের সহায়তায় ওঁর নজরে আসে বিদেশী শিল্পীর আঁকা কিছু তৈলচিত্র। ওঁর সুপ্ত শিল্পীমন ওসব দেখে খুব প্রভাবিত হয় ।

সময়টা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম পর্যায়। মোতিলাল নেহু, চিত্তরঞ্জন দাস লাজপাত রায়, বালগাঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ইত্যাদি স্বাধীনতা সংগ্র ামীদের নেতৃত্ব দিতে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে ভারতে এসে আসরে নেমেছেন। ইংরেজ সরকারের প্রতিভূ এডউইন মন্টাগু প্রভৃতিরাএকদিকে ভারতীয়দের নানারকম সুযোগ - সুবিধা এবং স্ব-শাসনের অশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে সরকার নানা কড়া আইনের শৃঙ্খলে ভ ারতীয়দের ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। এই পরিস্থিতি তণ ভবেশচন্দ্রকেও গভীর নাড়া দিয়েছিল। তাই দেখা যেত এই সময় সুযোগ পেলে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শুনবার জন্য। তাছাড়া তিনি প্রায়ই ক্লাসের একঘেয়েমী কাটাবার জন্য স্কেচ করতে বেরিয়ে পড়তেন। অবশেষে ভবেশ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অপ আর্টস-এ যোগ দিলেন। এই সময় আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন Percy Brown. এই বিখ্যাত মূর্তিকলা বিশেষজ্ঞ ইংরেজ শিল্পীর সহৃদয় নির্দেশনায় ছয় বছরে ভবেশ চিত্রবিদ্যা এবং মুর্তি কলায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। সেসময় শিল্পকলা বিষয়ে সামাজিক চেতনা জাগ াবার জন্য সমাজ তৎপর থাকলেও শিল্পীর জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে মানুষ ছিল উদাসীন। আর্ট স্কুল থেকে সসম্মানে পাশ করবার পরও ভবেশের সামনে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এই সময়েই ভবেশের জীবন একটি গুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে মোড় নিল। লালা লাজপত রায় তখন পাঞ্জাবের অবিসংবাদী নেতা। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন নিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লালাজী পুলিশের লাঠি চার্জে গুতরভাবে আহত হন। অচিরেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহের সভ াপতিত্বে লাহোরের ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানালেন ইংরেজ সরকারের কাছে। স্থির হয়েছিল ওই অধিবেশনে সদ্যপ্রয়াত লালা লাজপত রায়ের একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানান হবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের কিছু নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে ভবেশের পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। সে সুবাদে কংগ্রেসী বন্ধুদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভবেশ পৌঁছে যান লাহোরে। তৈরী করলেন লালাজীর আবক্ষ মূর্তি। যদিও কংগ্রেস অধিবেশনে অনেক জ্ঞানীগুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই মূর্কি, কিন্তু ভবেশ এ কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক পাননি। তাহলেও লাহোরের পরিবেশ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হল ভবেশের। স্থির করলেন লাহোরই হবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। সুযোগও এসে গেল - মেয়ো স্কুল অব আর্টস-র অধ্যক্ষ Lionel Heath ভবেশের কাজের উৎকর্ষতা দেখে ওই স্কুলের পেইন্টিং এবং স্কাল্পচার বিভাগের প্রধানের পদ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তাব দিলেন। সানন্দে রাজী হলেন ভবেশ। শু হল লাহোরের বর্ণময় জীবন। হিথ স াহেবের পক্ষে অবশ্য এটা ছিল একটা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ। কারণ সান্যাল একে তোখদ্দরধারী বাঙালি তার উপর কংগ্রেসীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং প্রয়ে াজনে বিনা পরিশ্রমিকে তাঁদের কাজ করে দেন। যার ফলে তাঁকে সরকারের নজরবন্দী হতে হত, তাঁর চিঠিপত্র সেন্সর হত। তাঁকে কিনা একটি গুত্বপূর্ণ কাজে বহাল করা ! কিন্তু হিথ সাহেবের এই পদক্ষেপের ফলে পুলিশ তাঁর পিছু ছাড়তে বাধ্য হয়, কারণ সান্যালের পদটি ছিল গেজেটেড অফিসারের। মেয়ো স্কুল থেকে হিথ অবসর গ্রহণ করলে তাঁর পদে নিযুক্ত হলেন অবনীন্দ্রনাথেরআর এক শিষ্য সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সান্যালকে দেওয়া হল উপাধক্ষের পদ। সুদীর্ঘ সাত বছর ভবেশ এখ ানে চাকরী করেন, কিন্তু সরকারী আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে শিক্ষাদান তাঁর মনঃপূত হচ্ছিল না। তার উপর দীর্ঘ ৬৩ দিনেরউপবাসের পর লাহোর জেলে যতীন দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লাহোর উত্তাল। রাজনৈতিক বন্দীর এই দুঃখজনক মৃত্যু ভবেশকেও নাড়া দেয়। তিনি প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন। এই ঘটনা এবং অতীতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেঘনিষ্ঠতা-সরকারী চাকরী যাবার পক্ষে তখনকার দিনে মস্ত বড় অপরাধ। অনেকের ধারণা প্রিন্সিপ্যাল সমরেন্দ্রু নাথগুপ্তের কন্যা কলাণীর সঙ্গে প্রেম ঘটিত ব্যাপারও সান্যালের পদত্যাগের অন্যতম কারণ। তবে এই ঘটনা ভবেশচন্দ্রেরজীবনে শাপে বর হয়েছিল, সন্দেহ নেই। চকরী থেকে মুক্তি পেয়ে ভবেশচন্দ্র ফরাসী ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের মতো কাজ করতে থাকলেন। ওঁর মত ছিল- বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে ক্রাফ্ট্ হতে পারে, আর্ট হয় না।

দুজন বিশিষ্ট শিল্পীর কাজ দেখে এই সময় ভবেশচন্দ্র খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন, একজন হলেন অমৃতা সেরগিল। প্যারিসের আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় পিতা ওমরাও সিং মাজিথিয়া এবং হ্যাঙ্গারীয়ান মাতার কনিষ্ঠ সন্তান অমৃতা সদ্য ইউরোপ থেকে এই দেশে এসে তার ভিন্নধারার বলিষ্ঠ কাজ দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়ে দিয়েছেন সারা ভারতে।অমৃতার জোরালো রং, বলিষ্ট রেখা আর ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবিগুলো তৎক্ষণাৎ শিল্পরসিকের নজর কেড়ে নিয়েছিল। শিল্পী না হয়েও শিল্পের উন্নতিকামী বরদা উকিলের তাৎপরতায় শিল্পরসিকরা অমৃতাকে জানতে পারল লাহোরের Faletlis হোটেলে অনুষ্ঠিত ওঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর মারফত। সান্যালের ভাষায় ঃ

I met her for the first time and was struck with the paintings on view, one felt the warmth of a temperament, unmistakable artistry and freshness of the exhibits that was unknown in the currency of Indian art… Her art brought a soothing equilibrium of which no Indian artist could remain unaware.

অন্যজন হলেন ভারতের কুলু ভ্যালিতে বসবাসকারী শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক। যাঁর কাজে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া ভবেশকে মুগ্ধ করেছিল। কুলু ভ্যালির নাগরে গিয়ে ভবেশ যখন রোয়েরিকের সঙ্গে দেখা করলেন উনি তখন ভবেশকে খুব মূল্যবান একটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, 'তুমি একজন শিল্পী। তোমার জীবনে একদিনও যেন এমন না যায় যখন তুমি কোন না কোন ছবি আঁকার কাজ করছ।' এই উপদেশটি ভবেশের জীবনে খুব কাজে লেগেছিল।

১৯৩৬ সালে স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সান্যাল স্থাপনা করলেন ওঁর নিজস্ব একটি কর্মক্ষেত্র - নাম দিলেন Lahore School of Fine Arts. এই Studio – cum-Art School -এ freelancing ছাড়াও ভাস্কর্য এবং চিত্র বিদ্যা শিক্ষার কাজ চালাতে লাগলেন একেবারেই ওঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। অচিরেই সান্যালের এই স্টুডিও হয়ে উঠল বুদ্ধিজীবীদের বিচরণক্ষেত্র। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় শিল্পকলারও একট উল্লেখযোগ্য স্থাপন আছে এই সত্য উন্মোচিতহওয়ায় উচচবিত্ত মহলের মানুষরাও এখানে ভিড় জমাতে লাগলেন। তখনকার দিনে নিয়মে ঘেরা বোরখা পরা মুসলিম মহিলারাও চিত্রবিদ্যা শেখার জন্য এই স্টুডিওতে যে

াগ দিতে ইতস্তত করতেন না। আসতেন সম্কাদ জহির, ফৈজ আহমেদ ফৈজ, আববাস আহমেদ ইত্যাদি কবি লেখকরা। অমৃতা সেরগিল ছাড়াও শিক্ষার্থাদের মধ্যে আসতেন ধনরাজ ভগত, দময়ন্তী বাটরা, কে. এস. কুলকার্নী, সতীশ গুজরাল, প্রাণনাথ মাগো, অমরনাথ সেহগাল, হরকিষণলাল, কাওয়াল কৃষ্ণ, দেবযানী কৃষ্ণ, স্বতন্ত্রতা ভগত, রত্না ফ্রেব্রী, কিষেণ খান্না, জবিদা আগা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সান্যালের গুণমুগ্ধ এবং পরবর্তীকালে অল ইন্ডিয়া রেডিওরসঙ্গেযুক্ত রমেশচন্দ্রের মতে সান্যালের এই স্টুডিওর মাধ্যমে শু হয়েছিল পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সূত্রপাত। এখানে মিলিত হয়ে ভাবের আদান - প্রদান করতেন কবি, লেখক , নৃত্যশিল্পী, সাংবাদিক এবং চিত্র সমালোচকরা। বিখ্যাত চিত্রবিদ এবং সমালোচক ও.সি গাঙ্গুলী ইন্ডিয়ান মিনিয়েচর পেন্টিং নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণে এবং তার ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে। রজনী পাম দত্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন সেক্সপীয়রকে নিয়ে। রবিবাসরীয় হিতৈষী এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসতেন মিসেস খুসবন্ত সিং, বেগম মজুর কাদির, মদনজিৎ সিং, ডঃ কেদার কাশ্যপ, সুহাসিনী নাম্বিয়ার (হ ারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নি), কমুনিস্ট নেতা অজয় ঘোষ, এবং লন্ডনস্টেজ -এর নাট্য ব্যক্তিত্ব আইরিশ মহিলা নোরা রিচার্ডস, যিনি গত শতাব্দীর শুতে লাহে ারস্থিত পাঞ্জাব ঋবিদ্যালয়ের নাট্য আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বিখ্যাত চিত্র সমালোচক চার্লস্ ফ্যব্রি ছিলেন সান্যালের গুণমুগ্ধ। প্রত্নতত্ত্ববিদ এই হ্যাঙ্গা রিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন লাহোর মিউজিয়ামের কিউরেটর। ফেব্রী, সান্যালের কাজের অনেক প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। আর একজন রবিবাসরীয় শিক্ষার্থী ছিলেন শুশ্রী স্নেহলতা। এই মহিলা তখন ছিলেনস্যার গঙ্গারাম ট্রেনিং কলেজ ফর উইমেনস-এ এডুকেশন্যাল ফিলোসফির লেকচারার, এবং ইংরেজি বিভাগের প্রধান। চিন্তাধারায় বামপন্থী এই ভদ্রমহিলা ছিলেন আই. পি. টি-এর সদস্য এবং পাঞ্জাবী নাটকেও অভিনয় করতেন। পরবর্তী জীবনে ১৯৪৪ সালে স্নেহলতা হয়েছিলেন ভবেশ সান্যালের সুযোগ্যা সহধর্মিণী। আজীবন সহায়ক হয়েছেন ভাবেশের বিভিন্নমুখী কাজে।

লাহোর স্কুল অফ ফাইন আর্টস -এর উদীয়মান শিল্পীদের সঙ্গে স্কুলের ডাইরেক্টর সান্যালের কাজের প্রদর্শনী হত প্রতি বছর। তারই একটির press review লিখছে ঃ

Lahore can fairly claim that Mr. B. Banyal wal in the forefront of the new experiments. Sanyal is one of those sincere artists, humble and fighting, who… strives to find even more perfect forms for his interesting artistic messages… Mr. Sanyal's … exhibition … is an eloquent testimony to his inspiring leadership.

বস্তুত সান্যালের হাত ধরেই পাঞ্জাবের কলা শিল্প বিবর্তনের সূত্রপাত। সরকারী বিদ্যালয় থেকে যে সব শিল্পী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের কথা আজ কত জন মনে রেখেছে কে জানে। কিন্তু সান্যালের হাতে তৈরী লাহোর স্কুল অফ ফাইন আর্টস -এ শিক্ষিত ধনরাজ ভগত, দময়ন্তী বাটরা, সতীশ গুজরাল, কে.এস.কুলকার্নী, প্র াণনাথ মাগো, অমরনাথ সেহগাল, কাওয়াল কৃষ্ণ, হরকিষেণ লাল প্রভৃতি পরবর্তী জীবনে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। এটাই সান্য ালের জীবনের পরম সার্থকতা।

১৯৩৬ সালে ঋকবি রবীন্দ্রনাথ ঋভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের নৃত্যগীত-শিল্পীদের নিয়ে লাহোর পৌঁছালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানোনো হয়। এই অনুষ্ঠানে যে পেন্টিং রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় তার রূপকার ছিলেন ভবেশচন্দ্র। ভবেশচন্দ্রের কাছে এটা ছিল পরম গৌরবের দিন। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর সান্যালের স্টুডিওতে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানও করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন একজন নৃত্যশিল্পী রামগোপাল।

লাহোর স্কুল অফ ফাইন আর্টস্ শু হয়েছিল দয়াল সিং ম্যানসনের বেসমন্টের একটি ছোট্ট কামরা নিয়ে। বুদ্ধিজীবীদের তখন থেকেই ওখানে যাতায়াত শু হয়েছিল। তদানীন্তন পাঞ্জাব ঋবিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মিয়া আফজল হুসেন এখানেই স্কুলের ছাত্র এবং তাঁদের গুর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনীর উদঘাটন করেছিলেন। কিছুদিনপর সান্যালের বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হল রিগ্রকেল সিনেমার প্রশস্ত পরিসরের ওপর তলায়। লাহোর জীবনের শেষ দিকে ভবেশচন্দ্র পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটির সেক্রেটারীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এইসব ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও ভবেশচন্দ্রের সৃজনশীল মন সর্বদাই নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। সৃষ্টির প্রকৃত মাধুর্য শহরের আবেষ্টনীতে প াওয়া দুস্কর। তই রেরিয়ে পড়তেন - প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ হাতে ঢেলে সাজিয়েছেন - সেই সব জায়গায়। সঙ্গে নিতেন কিছু আগ্রহী অনুবর্তী শিক্ষার্থী অমৃতা সেরগিলও সেই তালিকায়। হিমালয়ের পাদদেশের শৈল শহরগুলো ছিল ওঁদের বিশেষ বিচরণ ক্ষেত্র। উন্মুক্ত নির্মল আকাশ, নিখাদ সরল গ্রাম্য মানুষ - এইসব নিয়ে শিল্পীদের ক্যানভাস ভরে উঠত। ওঁরা চলে যেতেন কুল ভ্যালির দুর্গম স্থানে, র্চলে যেতেন নির্জনবসী নোরা রিচার্ডস-এর আস্তানায় কাংড়া ভ্যালির আনড্রেট্টায়, চলে যেতেন পালম ভ্যালির আনাচে কানাচে। উত্তরে আড়ম্বরপূর্ণ হিমালয়, সেখানে গিরিরাজ উদার হাতে অনাবৃত করে চলেছেন তাঁর সীমাহীন সৌন্দর্যের পসরা।সমতলের দিকে সবুজের সমারোহের মাঝে নানা আকারের, নানা রঙের কুটির। সালিয়ানার মেলায় রঙ বেরঙেরপোষাকে আচ্ছাদিত কমনীয় শৈলসুতারা। সান্যালের তুলিতে ফুটে উঠতে তাদের চিত্রগাথা ক্যানভাসের পৃষ্ঠায়। এই ছবিগুলো বর্তমানে শোভা পাচ্ছে চণ্ডিগড় মিউজিয়ামে।

সুখে-দুঃখে শিল্পকর্মে, সামাজিকতায়, শিল্পালোচনায় কেটে যাচ্ছিল ভবেশ সান্যালের প্রিয় লাহোরের জীবন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আসার পর কেটে গেছে অ াঠারোটি ঘটনাবহুল বছর, আর বিবাহিত জীবনের তিনটি বছর। কতবন্ধুবান্ধব, হিতৈষী এবং শিষ্যদের ভালবাসায় তৈরী হয়েছিল সান্যালদের এই অনুপম জগৎ। এই সময়ই এল স্বাধীনতার নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ। ভারত খণ্ডিত হয়ে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান নাম নিয়ে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। তার ফলে দুদেশেরই সংখ্যালঘু সম্পদায়ের চরম লাঞ্ছনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কাল যে বন্ধু ছিল দেখা গেলআজ সে চরম শত্রু, শুধু ধর্মমতের বিভিন্নতায়। এই অনিশ্চিয়তার পরিবেশ থেকে সান্যাল দম্পতিকে তাঁদের প্রিয় লাহোর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল দিল্লীতে । সহায়ক হয়েছিলে৭ন হ্যাঙ্গারিয়ান ভদ্রলোকটি -চার্লস্ ফ্যব্রি । নতুনদিল্লীতে এসে রিফিউজী শিল্পীর কষ্টকর জীবন কাঠাবার পর এম. এস. রান্ধবার সহায়তায় একটি স্টুডিও ঘরের সংস্থান হয়েছিল ভবেশ সান্যালের ২৬নং গে াল মার্কেটে। মি. রান্ধাবা এই পরিস্থিতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন ঃ

It was the last week of Aughst 1947 when Delhi was flooded with refugees from West Punjab. I was listening to the woes of the Punjabi refugees. Who were seated on the lawn in front of the

Deputy Commissioner's residence at 17 Rajpur Road, Delhi, among them was a pleasant looking handsome Bengali… What do you want?' I asked, 'I am Bhabesh Sanyal, a refugee artist from Lahore. Can you provide me a studio?' It was rather a tall order, However, I managed to provide him a studio in the Gole Market of New Delhi.

শু হল ২৬ নং গোল মার্কেটে সান্যালের রিফিউজী শিল্পীর বৈচিত্র্যময় জীবন। মার্কেটের দোতালায় একটু কাজের জায়গা পেয়ে উঠেপড়ে লেগে গেলেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সুন্দর বিবরণ আছে সান্যালের সে সময়ের পরিস্থিতির ঃ

'26 Gole Market, now Gallery 26, has an abiding association with my personal life… It is here I began by accepting a few pupils and painting and sculpting despite all handicaps. The squalor of a market place, the stench from the neighboring fish and poultry shops, the operational noise of the next door tailor master's sewing machine, the non-stop tick-tick orchestration of the ever flowing traffic below – all added up to the milieu and atmosphere which I felt was congenial to a destitute refugee artist.

যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই ভবেশ সান্যাল দমবার পাত্র ছিলেন না, তাই শত অসুবিধার মধ্যে ২৬নং গোলমার্কেটের অপরিসর কামরায় শু হল এই 'refugee artist' –এর কর্মময় জীবন। গুণগ্রাহী শিষ্যবৃন্দ অচিরেই ভিড় জমাতে লাগলেন এখানে। শহরের প্রতি ষ্ঠিত শিল্পীরাও তাঁদের মিলনক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন এই স্টুডিও। মাঝে মাঝেই আগ্রহী শিল্পপ্রেমীদের জন্য এখানে ক্লে মডেলিং, ফ্রেস্কো টেকনিক, জল এবং তেল রঙের ছবি তৈরীর টেকনিক হাতে কলমে প্রদর্শন করার কাজও করতে থাকলেন এখানে। এই স্টুডিওতেই ভবেশ তৈরী করলেনমহাত্মা গন্ধীর আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি - যা Haque -এর Hall of Peace এ রক্ষিত আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখে যেতেন ভবেশের এই মূর্তি তৈরীর কাজ। ভবেশ সান্যালের Beggers my Neighbours', 'The Resting Cobbler', 'Clerks Returning Home', 'People at the Bus-stand', 'Refugees on the Foothpath' এই চিত্রগুলো ২৬নং গোল মার্কেটেই করা। প্রখ্যাত শিল্পী রামগোপালকে কাজ করতে দিয়েছেন ভবেশ সান্যাল কয়েক বছর এই স্টুডিওতে। গোল মার্কেটের এই স্টুডিও সান্যাল সত্রিয়ভাবে কাজ করেছেন ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত।

সংগ্রামশীল শিল্পীদের একত্রিত করে কোন একটা সংস্থা গঠন করে তাদের সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভবেশ সান্যাল গোল মার্কেটের গ্যালারীর পুনবিন্যাস করে তার নতুন নাম দিলেন - 'স্তুপ্তপুন্দ্বজন্তব্ধভ্রন্দ্ধব্ধন্ত ত্রন্প্র টুজ্বব্ধনব্দব্ধব্দ ঠ্পসজ্জত্তপ্ত.' তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, একজন অত্যন্ত সন্মানীয় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ওদের মুখপত্রতে লেখা হল --- The Forum is non – commercial and will remain free from political activities. The Primary objective of the Forum is to establish creative communication among the artists of different forms of plastic art. আর্টিস্ট ফোরামে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীরও উদঘাটন হয়েছে সময়ে সময়ে।

অতি সম্প্রতি (১লা মে থেকে ১০ই মে ২০০৩) এই স্টুডিওতে দিনকর কৌশিকের পুত্র বিজয় সাহিত্য কলা পরিষদের সহযোগিতায় একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল প্রয়াত ভবেশ সান্যালের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এই প্রদর্শনীতে 'বাবা' সান্যালের ছবি ছাড়ও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর ছবি স্থান পেয়েছে --- এঁরা হলেন কে.জি.সুব্রহ্মনিয়াম, দিনকর কৌশিক, সোমনাথ হোড়, কে. এস কুলকার্নি, যোগেন চোধুরী, সুহাস রায়, যতীন দাস, এবং দিলীপ দাশগুপ্ত। বিজয় কৌশিকের কাঁচের তৈরী ভবেশ সান্যালের প্রতিমূর্তি এখানে ছিল একটি বিশেষ দর্শনীয় শিল্পকর্ম। জানা গেল ঐতিহাসিক এই স্টুডিও ঘরটি ভবেশ সান্যাল বিজয় কৌশিকই তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে মনোনীত করে দান করে দিয়েছেন।

দিল্লী শিল্পক্ষেত্রে সারদা উকিল প্রতিষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এন্ডত্রাফট্স্ সোসাইটি তখন একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তখন বরদা উকিল। সান্যাল পরিচিত হলেন বরদা উকিলের সঙ্গে কিন্তু অচিরেই সংস্থার কর্মপদ্ধতি এবং মর্ডান আর্ট নিয়ে মতানৈক্যের জন্য ভবেশ ১৯৫০ সালে আইফ্রাক্স থেকে সরে গিয়ে সংগঠন করলেন 'দিল্লী শিল্পীচত্র।' সঙ্গী হলেন দিনকর কৌশিক, কে. এস. কুলকার্নী। তখন কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না ওঁদের একত্রিত হবার। তাই কখনও যন্তর মন্তর, কখনও কৌশিকের বাড়িতেই বসত ওঁদের সমাবেশ - যতদিন না ওদের একটি নিজস্ব আস্তানা হল শঙ্কর মার্কেটে।

১৯৫২ সালে সান্যাল যোগ দিনেন দিল্লী পলিটেকনিকের আর্ট ডিপার্টামেন্টর প্রধান হিসেবে। তারপর থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ছিল ওই প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণযুগ। শৈলজ মুখার্জী, বীরেন দে, দিনকর কৌশিক, এস্ কুলকার্নি, জয়া আপাস্বামীর মতো বিদগ্ধ শিল্পীরা ছিলেন ওঁর সুযোগ্য সহকর্মী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন পরমজিৎ ও অর্পিতা সিং, জে, স্বামীনাথ, রাজেশ মেহরা, ও.পি. শর্মা, ভোগল এবং এরিক বোয়েল - এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন পরবর্তী জীবনে। সান্যালের প্রচেষ্টাতেই এই প্রতিষ্ঠানটি আর্ট ডিপোর্টমেন্টের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে দিল্লী স্কুল অফ আর্ট-এ রূপ নিল- যার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে কাজ করেন ভবেশ সান্যাল।

নেপাল সরকারের অনুরোধত্রমে সান্যাল ওখানকার আর্ট স্কুলের পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা তৈরী করে দিলেন ১৯৫৩-৫৬ সালের মধ্যে। এই সময়ই সান্যাল গেলেন আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, জাপান এবং ইউরোপের দেশগুলোতে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান প্রকল্পে। ওসব দেশের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতির বিচার বিশ্লেষণ করে এদেশে তার প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা ছিল সান্যালের অনুধাবনের বিষয়। বিদেশের বিখ্যাত মিউজিয়ামগুলোও বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করে আসেন সান্যাল। বিশ্বের চিত্রবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা ছিল এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। - ১৯৪৫ সালে প্যারিসের Salon de Mai, ১৯৫৩ থেকে ভেনিস, প্রাগ, বুদাপেষ্ট বুখারেস্ট, সোফিয়া, মস্কো, ওয়ারস ইত্যাদি এবং ১৯৬৫-এ ব্রাজিলের Sao Paslo। এই সময় নিউইয়র্কে International Congress

of Art -এ যোগ দেন এবং জাপানেও যান ওদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে। ফেডার‍্যাল রিপাবলিক অফজার্মানী এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান প্রকল্পে সান্যাল ভ্রমণ করে এলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সান্যাল ছিলেন ন্যাশন্যাল অকাডেমি অফ আর্ট অর্থাৎ ললিত কলা অকাডেমির সেক্রেটারী। এই প্রতিষ্ঠানের মারফত দেশের শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। পশ্চিম জার্মাননীর Kassel এবং ইউরোপের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সান্যাল, উদ্দেশ্য ছিল দক্ষতা অর্জন ও documentation । একই প্রয়োজনে স্পিতি ভ্যালির ki এবং Tabo মন্যাসটিগুলোও পরিদর্শন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি ললিত কলা অকাডেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ভোপালের ভারত কলা ভবন সান্যালকে ১৯৮৪ সালে Artist in Residence' সম্মানে ভূষিত করেন। এ বছরেই রাষ্ট্রপতি জ্ঞানি জৈন সিং 'পদ্মভূষণ' ভূষিত করেন সান্যালকে। বিশ্বভারতী ওঁকে 'গগন অবন' সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৯৮৮ - ৮৯ সালে আমেরিকায় বাল্টিমোর রাজ্যের মেয়র Hony. Citizenship খেতাব প্রদান করলেন।কালচ্যার‍্যাল ডেলিগেট হিসেবে চীন সফরে যান ১৯৯০ সালে । এই বছরই রোটারী ক্লাব অফ দিল্লী প্রদান করল 'Spectra-93'. 1998 -এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওঁকে প্রদান করলেন তাম্রপত্র লেখ। ১৯৯৯ সালে আসাম সরকার দিলেন 'শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুস্কার'।

অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন ভবেশ সান্যাল যা কোন শিল্পীর পক্ষে বাড়তি পাওনা। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস এবং বিবর্তনের ধারা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, আর প্রখর স্মৃতিশক্তি থাকার কারণে তিনি নানা জায়গায় শিল্পের ইতিহাস নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ বাগ্মিতা ১৯৮০ সালে গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম এন্ড আর্ট গ্যালারী চণ্ডিগড়ে সান্যাল প্রথম 'অমৃতা সেরগিল স্মৃতি' ভাষণ দেন অগণিত চিত্রশিল্পী এবং কলা বোদ্ধাদের কাছে। এই কত্তৃতা এদেশের শিল্প বিবর্তনের একটি প্রোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রয়েছে। তাঁর উদ্যোগেই ভারত সরকারের সহযোগিতায় প্রথম অল ইন্ডিয়া আর্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল নতুন দিল্লীতে। ভবেশচন্দ্রের অপরিসীম উদ্যোগে এবং ডঃ মূলকরাজ আনন্দের উৎসাহে প্রতি তিন বছর অন্তর সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনীর প্রবর্তন হল, যার নাম দেওয়া হল ট্রিনালে (Trinnale)। বিভিন্ন দেশের শিল্পীরাও এই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে লাগলেন। চিত্র শিল্পের মূল্যায়ন এবং সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রদর্শনীর মূল্য অপরিসীম। বর্তমানে বহুল অনুষ্ঠিত আর্ট ক্যাম্প -এর প্রবর্তনও ভবেশ সান্যালের হাতে। ললিতকলা অকাডেমির পরিচালনায় দক্ষিণ দিল্লীর দয়ানন্দ কলোনী সংলগ্ন গরহি গ্রামে বিভিন্ন শিল্পের পশারীদের জন্য সবরকম সুবিধাযুক্ত একটি কেন্দ্রের উৎঘাটন করলেন ভবেশ সান্যাল ১৯৭৬ সালে। নাম দিলেন Studio-com-workshop complex- Garhi.

১৯৬৯ সালে ললিত কলা অকাডেমি ছেড়ে পেন্টিং-এর কাজে ডুবে গেলেন ভবেশ সান্যাল। এই সময়েই আনড্রেটায়একটি আস্তানা তৈরী করে গ্রীষ্মের অবকাশে ওখানে থেকে শিল্পকর্ম করতে লাগলেন। ৫ই মে ১৯৭২ সালে ওঁর সত্তরতম জন্মদিনে দিল্লীর রবীন্দ্রভবনে সান্যালের অগণিত গুণগ্রাহী এবং শিষ্য শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে ওঁর প্রতি সম্মান জানালেন।

১৯৮১ সালে কলকাতার বিড়লা একাডেমি সান্যালের retrospective চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ে সান্যালের বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীর ভূমিকাপত্রে বিশিষ্ট জয়া আপ্পাস্বামী মন্তব্য করেছেন ঃ

Among the artists of our time, B.C. Sanyal holds a place of some importance. His work spans half a century and he has evolved from the styles of the 1940 to the styles of the present. We find in his work reminiscences of the past and a continual growth towards the contemporary. His creation runs parallel to the changes in Indian arts as a whole and can therefore be taken as an example of the metamorphosis from tradition to modernity.

যদিও মতানৈক্যের কারণে ভবেশ সান্যাল আইফ্যাক্স থেকে সরে গিয়ে 'দিল্লী শিল্পীচত্র'-এর স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু আইফ্যাক্সের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন তার পরেও। বিশেষ করে ১৯৮৪ সালে যখন আইফ্যাক্সের তরফ থেকে ওঁকে Veteran artist হিসেবে সম্মান জানানো হল, তখন থেকে সান্যাল আইফ্যাক্সের সঙ্গে আবার নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ১৯৯৭ সালে আইফ্যাক্সের তরফ থেকে আইফ্যাক্সের Millennium উদ্‌য়াপনের বৎসর। এই উপলক্ষে মানব সম্পদ মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী আইফ্যাক্সের তরফ থেকে ভশেচন্দ্রের হাতে তুলে ছিলেন 'Artist of the entury-র সম্মান। সান্যালের শতবর্ষ পূর্তিতে আইফ্যাক্স এদেশের শিল্পীদের সর্বোচ্চ সম্মান 'কলা সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করলেন এই বরেণ্য শিল্পীকে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রীকৃষ্ণকান্ত শতায়ু শিল্পীর হতে তুলেছেন এই সর্বোচ্চ সম্মান, সঙ্গে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা।

২০০১ সালে ২২শে এপ্রিল দক্ষিণ দিল্লীতে শাপুর-জাট -এ ভবেশ সান্যালের ৯৯ তম জন্মদিন পালিত হয়েছিল এটেলিয়র ২০০১ -এ। কুর্তা চুরিদার পরা দীপ্ত সুন্দর ভবেশ সান্যাল স্মিত হাসির পরাগ ছড়িয়ে তাঁর অজস্র গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে গ্রহণ করছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন। পাশে আনন্দ উজ্জ্বল গর্বিতা স্নেহলতা, মস্ত একটি লাল টিপ তাঁর কপালে। এই উপলক্ষে ভবেশ সান্যালের কিছু ছবি এবং ভাস্কর্য নিয়ে একটি মনোরম চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়েছিল এটেলিয়ার স্টুডিও গ্যালারীতে। ছিল ভবেশ সান্যালের সম্প্রতিকালের কিছু জলরঙের ছবি, স্কেচ, আত্মপ্রতিকৃতি, - বলিষ্ঠহাতে গড়া নানা কলাকৃতি।

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ব্রোঞ্জে নোয়া রিচর্ডস-এর সেই প্রতিমূর্তি - যা সান্যাল তৈরী করেছিলেন ১৯৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে লাহোরে বেসমেন্ট স্টুডিওতে। দেশ বিভাগের পর সান্যাল দম্পতি শিশু কন্যা আম্বাকে নিয়ে ভারতে চলে আসার সময় নোরা রিচার্ডস -এর প্রতিমূর্তিটি চার্লস্ ফ্যব্রি লাহোর মিউজিয়ামে যত্ন করে রেখে এসেছিলেন। এর বহু বছর পর সান্যাল ১৯৮৬ সালে পারিস্তান সফরে গিয়ে লাহোর মিউজিয়ামে যান এবং নোরা রিচার্ডস-র ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ওঁর অন্যান্য কলাকৃতির সঙ্গে মিউজিয়ামের বেসমেন্টে আবিষ্কার করেন। কিন্তু মিউজিয়াম কতৃপক্ষ এই মূর্তিটি মিউজিয়ামের সম্পদ হিসেবে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ভবেশ সান্যালের বিশেষ আগ্রহে তাঁর জনৈক পাকিস্থানী বন্ধু ওই মূর্তির একটি মোল্ড তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে যা দিল্লী কলেজ

অফ আর্টস-এ পুনর্নিমিত হয়েছিল। এই পুনর্জন্মপ্রাপ্ত মূর্তিটির মূল্য ভবেশ সান্যালের কাছে অপরিসীম। নোরা রিচার্ডস -এর সঙ্গে ১৯৩৬ সালে ভবেশ সান্যালের পরিচয়ের পর থেকেই দুজন দুজনের গুণগ্রাহী এবং। নোরার ইচ্ছাতেই হিমাচল প্রদেশের আনড্রেট্টায় উডল্যান্ডস্টুডিও কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল এবং তা রূপায়িত করার ভার নিয়েছিলেন ভবেশ সান্যাল। এই কমপ্লেক্সের উদ্দেশে নিরিবিলি পরিবেশে শিল্পীদের কাজের সুযোগ তৈরী করেদেওয়ার । এই প্রদর্শনাতে রাখা আত্মপ্রতিকৃতি ছাড়াও আবুল কালাম আজাদ, জেনারেল করিয়াপ্পা, ডঃ রাজেন্দ্রপারসাদ এবং আচার্য কৃপানীর পেন্টিংগুলো উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া 'দি ব্ল্যাক বুল', 'দি পার্পল বুল', 'দি ভার্টিক্যাল উ্যমান', এবং 'দি ত্রৌ' ছবিগুলো ভবেশ সান্যালের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বলিষ্ট, সহজ সুন্দর স্বল্প রেখায়কিম্বা রঙের যাদুতের ছবিগুলি অনবদ্য।

সান্যালের শিল্পকর্মের ধারার কয়েকটি স্তর দেখা যায়। লাহোরে বাসকালীন প্রাথমিক স্তরে শিল্পী এঁকে চলেছেন গ্রামীণ জীবনের কাহিনী, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রতিকৃতি কিম্বা অলঙ্কারবহুল নক্সা সম্বলিত চিত্র বা ভাস্কর্য। প্রাথমিক স্তরেই শিল্পী সান্যাল শিল্পরসিকদের কাছে পরিচিত হলেন একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে। লাহোর স্কুল অফ আর্ট এবং পরবর্তীকালে ওঁর নিজস্ব স্টুডিওতে স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অগণিত প্রতিভাবান শিক্ষার্থী উপযুক্ত বাতাবরণ এবং পথনির্দেশ পেয়ে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন। এখানে সান্যালকে দেখা গেল এক সংবেদনশীল সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষকের ভূমিকায়। লাহোরের বেসমেন্ট স্টুডিও, রিগ্যাল বিল্ডিং এবং দিল্লীতে এসে কলেজ অফ আর্ট সেখানেই ওঁর কর্মক্ষেত্র ছিল অগণিত শিক্ষার্থী, ওঁর মূল্যবান অভিনব শিক্ষা পদ্ধতিদ্বারা লাভবান হয়েছেন। শুধু চিত্র বিদ্যা বা ভাস্কর্য নয়, সান্যালের চি ছিল সঙ্গীত, নাটক, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ছাড়াও শিল্প শিক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন শিল্পোপন্নত দেশের সঙ্গে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে আদানপ্রদান এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।সৃজনশীল মানুষ এমন স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক বাতাবরণে কাজ করবার একটি কেন্দ্র পেয়ে তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ করতে এগিয়ে এলেন। সান্যালের শিল্পী জীবনের দ্বিতীয় ধারা, স্বাধীনতার পরবর্তী জীবনের বেদনাময় এবং সংগ্রামময় দিনগুলোর পরবর্তী দশটি বৎসর । নিজেকে প্রতিষ্ঠত করা ছাড়া ওঁর চিত্রে দেখা গেল বিভিন্ন সংবেদনশীল ভাবধারার ব্যঞ্জনা। কিছু অর্ধবিমূর্ত, টেরাকোটা এবং ভারতীয়তার ছোঁয়া লাগানো ভাস্কর্য। শিল্পসৌকর্যে উন্নত দেশগুলোতে ভ্রমণ করার ফলে তার প্রতিফলন দেখা গেল সান্যালের কলাসৃষ্টিতে। জয়া আপ্পাস্বামীর ভাষায় ঃ

So we see that from the point of view of development, Sanyal's art moves of from an early idealistic but comparatively tentative art, through a more painterly style, to our of greater imagination and introspection. Sanyal's paintaings, I suggest combined with or grew out of three strains of art, the academic, the 'Indian' and the surrealistic.

এখানে সান্যালের তৃতীয় স্তরের চিত্রের বিশ্লেষণ, যা শু হয়েছিল গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষ প্রান্তে এসে।বিষয়বস্তুর চেয়ে সার্বিক চিত্ররূপটিরই প্রাধান্য দেবার ফলে ছবিতে পাওয়া গেল অর্ন্তদর্শনের একটি খোলা মেজাজ। আকারের সরলীকরণের মাধ্যমে শিল্পী একটি অভিনব চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ক্যানভাসের পটে বা ভাস্কর্যের । এর পরের ধাপে নতুনের সন্ধানে গিয়ে সান্যাল সৃষ্টি করেছেন কিছু অর্ধবিমূর্ত (semi-abstract) চিত্রাবলী। এটা মনে হয় তাঁর শিল্পোন্নত দেশগুলো — আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্যান্য ইয়োরীপীয় দেশগুলোতে ভ্রমণের প্রতিফলন। অত্যন্ত সংবেদনশীল উপলব্ধিগত এই চিত্রগুলো আঁকতে গিয়ে সান্যালের তুলি এমন সাবলীলভাবে চলত যেন আগে থেকেই পুরো ক্যানভাসে কোন অজানা শিল্পী ছবির আকারের আভাস দিয়ে রেখেছেন, সান্যাল শুধু তার উপর রঙ ভরে চলেছেন।

অজস্র শিল্পকর্মের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য, যেগুলোতে সান্যালের প্রতিভার ছাপ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯২৯ সালে তৈরী লালা লাজপত রায়ের ঐতিহাসিক ভাস্কর্যটি নিয়ে সান্যালের পাঞ্জাবে আবির্ভাব। তারপর থেকে সান্যাল একে একে তৈরী করলেন নোরা রিচার্ডস্, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মেনকা গান্ধী, আচার্য কৃপালনী, ডঃ রাধাকৃষ্ণন এবং শিল্পী কাওয়াল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি। The Vertical Woman সান্যালের একটি অনবদ্য ভাস্কর্য। বর্তমানে চন্ডিগড় মিউজিয়ামে রাখা এই শিল্পকর্মটি সান্যাল তৈরী করেছিলেন ১৯৫৮ সালে সেন্ট স্টিফেন্স ক লেজের একটি কামরায়। আর্ট ডিপার্টমেন্টটি এখন এই কলেজ থেকেই পরিচালিত হচ্ছিল, প্রফেসর সান্যাল ছিলেন তার প্রধান।

সান্যালের কয়েকটি ছবিতে একটি রহস্যময়ী নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। কোন ছবিতে তার হাতে একটি পোষা পাখী। অন্য ছবিতো একটি ঘুঘুর অবস্থান তাঁর কাঁধে। আর একটায় সেই নারী দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণিমা রাত্রে যন্তর মন্তরেরএই নারী নিয়ে একটি ভাস্কর্যের শিরোনাম সান্যাল দিয়েছেন 'Grief'। এই নারীমূর্তি সান্যালের ব্যাখ্যায় ভারতের নারীজাতীয় প্রতিভূ। এই অনবদ্য ভাস্কর্যটিও চণ্ডিগড় মিউজিয়ামের একটি মূল্যবান সংগ্রহ।

প্রাথমিক স্তরে সান্যাল ছবির বিষয়বস্তুর নির্বাচন করেছেন সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। জীবনের কাব্যিক এবং নান্দনিক দিকটি যেমন তাতে স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি হয়েছে দুস্থ মানুষের বেদনার দিকটি। তখনকার ছবিগুলোতে কখনও সেরগিলের, কখনও বা 'বেঙ্গল স্কুল'- এর ছায়াপাত ঘটেছে। কোন চিত্রে আবার রূপকথার আভাস। ১৯৩৯ -এ কার 'Harijan Girl', ১৯৪৫-এ করা, Outcast', 'Bengal Famine', ১৯৪৮এ তৈরী 'Srinagar' এবং ১৯৮০তে তৈলচিত্র 'Shrouded Woman' এই পর্যায়ের প্রতীকধর্মী চিত্র । Srinagar ছবিটিতে সমরূপ (flat) লাল রঙের আধিক্যের কারণে এটি একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। 'Crows in Plum Blossom' এবং Himalayam Escape বহু বছরের ব্যবধানে করা, কিন্তু দুটো ছবিতেই একটি কাক ছবির মুখপাত্র হয়ে যেন বর্তমান দুঃখজনক সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক কিছু বলতে চাইছে। কোন একটি বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে ছবির বক্তব্য পেশ করার প্রচেস্টা এক্ষেত্রে অভিনব 'Scare Crow' সিরিজের ছবিগুলোও এই পর্যায়ের Fluidity', 'A Glimpsed', Ligher Hue', 'Drama in Sky', 'Evening Glow', 'Approaching Sunset', 'Waves and Mist', 'Dark Mountains', 'Floating Mountains', 'Sketchy view', 'Dream view', Temple Tree', 'Garden Corner', এবং Distant Park ইত্যাদি ছবিতে সান্যালের চিত্র নির্মাণের মুন্সিয়ানা এবং রঙ তুলির দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার ওঁকে একজন ভিন্ন গোত্রের শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।

‘I Flykite (1970), ‘Amba (1980), ‘My Mother’, Mrs. Sanyal’, ‘Self-Portrait’, Ascending Old Man’, with Bird’, ছবিগুলো ওঁর পারিবারিক আলেখ্য, যেখানে প্রতিটি চরিত্র নিজস্বতার ছোঁয়ায় অনবদ্য।

‘Mountainscape’, Mountains 86, ‘Mountain Fields’, Mountain 2000’, Mountain with Tree 96, Mountain 1999, Abstract 1999, Seascape 91 (all in oil Colours) বিভিন্ন সময়ে আঁকা এই ছবিগুলোও সান্যালের প্রকৃতি, বিশেষ করে পর্বতপ্রীতির পরিচয় দেয়। আবার গিয়েছিলাম ভবেশ সান্যালের বাড়ি, ২০০৩ সালের গোড়ায়, আইফ্যাক্স হলে -এ আমার চিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুবোধ জানাতে। গিয়েছিলাম আগের দিন টেলিফোনে সময় চেয়ে। গিয়ে দেখি তিনি বাড়ি নেই। স্নেহলতা বিব্রত হয়ে বললেন, অনেক কিছু আজকাল আর মনে রাখতে পারছেন না। আমার একজিবিশনের তারিখ সময় ইত্যাদি নোট করে রেখে বললেন - এ বার আমার দায়িত্ব।

কথা রেখেছিলেন স্নেহলতা। ১০ই এপ্রিল ২০০০ ঠিক বিকেল পাঁচটার ভবেশ সান্যাল উৎঘাটন সমারোহে উপস্থিত হয়ে তার মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন। উৎঘটন সমারোহের অঙ্গ হিসেবে আমার কন্যা মধুমিতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনলেন এক ঘন্টার ওপর বসে থেকে এবং গানের শেষে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করলেন মধুমিতাকে - এমনই ছিল ওঁর জ্ঞান পিপাসা।

এই কিংবদন্তী শিল্পী চলে গেলেন ৯ই জানুয়ারী ২০০৩-এ, শিল্পজগতে একটি অপুরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com